

তাদরীস

প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াজ্জী

“ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ

সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজ্জীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সভাপতি

শাহ সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সহ-সভাপতি

শাহ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

প্রচার সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনো হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

উপদেষ্টামন্ডলী

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

সূচীপত্র

❀ তফসীর-ই-ওয়াজ্জীহ-----৬
❀ নকশা-ই-নবী ----- ১২
❀ ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর আক্বাদ্দিন----- ১৩
❀ মুরশিদ ক্বিবলাহর বানী মোবারক -----২৪
❀ ওলী আল্লাহদের ফযীলত -----২৭
❀ দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩০

তাদরীসের মূলনীতিঃ

তাদরীস তথা ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর মূলনীতি হল এই যে, আমরা আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ, সরকার-ই-দু‘আলম, নূর-ই-মুজাহ্‌ছাম, হাবীব-ই-কিবরীয়া, সাইয়িদিনা হুজুরে পরনূর ﷺ এর শান ও মান তুলে ধরার জন্য, মুরশিদ ক্বিবলার শান ও মান তুলে ধরার জন্য সকল প্রয়াস গ্রহণ করব। আমাদের সকল লেখাই হবে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-বিলয়াত এর প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন! আমীন।

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী রিসার্চ একাডেমি

পরিবেশনায়

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১ ৭৭১৯৬১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

❀ হাদিয়াঃ ১৫ টাকা ❀

- **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুননা, হাবীবিনা, শাকীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উলাহ আল-ফরুক্বী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফাস্ট ক্লাশ ফাস্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বকশি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণীমার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

- **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়)।
- **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’
- শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।
- **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **দাতা ও অর্থ সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।
- **প্রচার সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্ল্যায়ী) চাঁদপুরী, ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী’মার রওছাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

১. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা", নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ্-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ)

৪. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বুহু” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকাম্মিল, উস্তাজুল আছাতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুদ-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

২. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর" খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেক্বীন সান্নী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাসেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লারী) চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মজিল্ল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ 'শাহী মজিল্ল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

৫.প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা :“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ডরীক্বাহর” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির শরীফ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাসেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (কামিল, বি.এ.) ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ((ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

৩. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্” খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ্-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শরফদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লারী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মজিল্ল শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘৮/এ শাহী মজিল্ল শাহী মহল্লা শরীফ কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা :“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ” খলীফা, সাহিয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেনী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা সাহ-সুফী খাজা শায়খ সাহিয়্যিদ আবুল খায়র মোহাম্মাদ শামসুল আযহরীন্ আওয়াল হাসেনী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-কোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ.অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’, ‘মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া’ ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

প্রাপ্তিস্থান

আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্টঃ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

রাণী’মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৪৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭

ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও ত্বরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনুদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও ত্বরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট' তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি ত্বরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও ত্বরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এঁর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এঁর নেগাহ ও 'করমে' ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

সম্পাদকের বানী

পবিত্র জিলক্বদ মাস বছর ঘুরে আবার আমাদের কাছে এসেছে। এই মাসের মাহাত্ব নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষ করে যারা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুরীদ-খলিফা, ভক্ত ও অনুসারী, তাদের কাছে এই মাস নিজের মর্মে প্রশান্তির বার্তা বয়ে আনে। কর্নক্বহরে বাজায় ওয়াজীহ'র গান। কেননা এ মাসেই পৃথিবীতে মানব সূরতে এসেছেন ﷲ وَكَانَ عِنْدَ ﷲِ كُلُّ شَيْءٍ وَجِيهًا "ওয়া কানা ইনদাল্লাহি ওয়াজীহা" এবং هَالِكٌ لَنَا وَجْهُهُ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ, "কুল্লু শাইয়িন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাহ" আয়াতদ্বয়ের এর জলওয়াগার, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ "ওয়াত্তাবি" সাবিলা মান আনাবা ইলাহিয়া" আয়াতের মেসদাক আমাদের প্রাণপ্রিয় মামদূ "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ" চিরস্থায়ী ইমাম, আমার ও আমাদের প্রাণের মামদূ সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ। তিনি আগমন করে পৃথিবীকে করেছেন ধন্য। তাঁর পদধুলিতে বাংলা ও বাংলার জমিন হয়েছে সোনার চেয়ে খটি। আমীর-ই-শরীয়ত, ইমামুত ত্বরীক্বত, আমাদের মামদূহ ক্বিলা মুরিদের ক্বলবের শান্নি। সেই শান্নি বহনের এই মাস পবিত্র জিলক্বদ। মামদূ ক্বিলার পবিত্র বেলাদতের মাস। পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুল ওয়াজীহ ﷺ এর মাস। তাই এই মাসে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র একমাত্র খলিফা, মুজাদ্দি-ই-ত্বরীক্বত, সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মারজিউআঃ) এর নির্দেশে "পবিত্র ঈদ-ই-মীলাদুল ওয়াজীহ" পালনার্থে তাদরীস (تدریس) এর এই সংখ্যা সম্পূর্ণই মামদূ ক্বিলা সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এঁর পবিত্র জীবনী মোবারক বিষয়ক আলোচনা হয়েছে।

مفتاح المفاتيح من التفسير الوجي

ব্রাহ্মী-ই-ওয়াজীহ (৬)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃআঃ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(ত্রয়োদশ সংখ্যার পর.....)

৩১. দুনিয়াদারী কী? আর আখিরাতে সুখী হওয়া কী? হক সিলসিলা কী? বাতিল সিলসিলা কী? তারও পত্যেকটি আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
৩২. তাক্বওয়াবী জিন্দেগী কিভাবে গঠন করা যায়, কিভাবে এতে ইস্কামাত থাকা যায় তারও নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।
৩৩. আল্লাহর শক্তি কুদরত শান-মান, হামদ, সানা কিভাবে করতে হয়? তারও নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।
৩৪. একনিষ্ঠভাবে প্রকৃত ই'বাদতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।
৩৫. কিভাবে আল্লাহ নবীজির নিকট দোয়া মুনাজাত করতে হয় তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।
৩৬. আল্লাহর প্রভুত্ব বা রুবুবিয়াতের পরিসীমা ও পরিধির কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

نعبد

عبد ن - وعبادة - وعبودة - وعبودية - ومعبوداً

এর অর্থ-

আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মনে প্রানে অন্তরে স্থান করে দিয়ে তার প্রতি ঈমান রাখা।

খিদমত/ সেবা করা।

বান্দার অন্তরে মহান আল্লাহ সাইয়্যিনা রাসূলের(ﷺ) প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ও ভয় তৈরী করা তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে আল্লাহ মুখী করা। সালাতের মধ্যে সতর্কতা অবলম্বন করা।

আল্লাহর একান্ত আনুগত্য করা। ই'তায়াত করা। রাসূলুল্লাহর (ﷺ) আনুগত্য করা। ইত্তেবা ও ইতায়াত করা। সালাতে খুশু খুজুর মধ্যে নিজেকে তৈরী করা। সালাতের যথার্থ আরকান আহকাম হাকীকতে সালাত কাযিম করাই প্রকৃত ই'বাদত।

عَبْدَن

عُبُودِيَّة — عُبُودِيَّة অর্থ পিতা মাতার দাদা দাদী নানা নানীর আনুগত্য করা। নাম করা। গোলাম হওয়া। যদি আল্লাহ নবী গোলাম হও তবে ১ নং গোলাম হওয়ার প্রতি নির্দেশ আসছে।

العبدية والعبودية والعبادة

যার অর্থ কারো প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি রেখে আনুগত্য করা।

বিশেষ করে আল্লাহ রাসূল ওয়াজীহর পতি শ্রদ্ধা ভক্তি রেখে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দিক নির্দেশনা ও বিধি নিষেধ মেনে চলা বর্জনীয় কাজগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহ মুখী করার জন্য কৌশিক (চেষ্টা) করা।

العباد ইহা عبد এর বহুবচন অর্থাৎ আল্লাহর সাথে বান্দার সুসম্পর্ক তৈরীর চেষ্টা চালানো। তাতে বান্দা আল্লাহর নিকট হতে যথেষ্ট সাহায্য (হেল্প) পাওয়ার আশায় সর্বক্ষণ মনকে প্রস্তুত করা।

العبادية - العبادية যার অর্থ মানুষের চলাচলে বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা করা।

العابد এর অর্থ খিদমত করা। এই শব্দটির (জমা) বহুবচনে-

عابدة - عِبَاد - عابدون - عابِدون

আবার স্ত্রীলিঙ্গ, যেমন:- عابدة

যার অর্থ আনন্দ চিত্তে ই'বাদতে নিমগ্ন থাকা। সুস্থ মস্তিস্কে আল্লাহ ও নবীজির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে ইসলামী জিন্দেগী গঠনে সামনে যাওয়া।

যার বছবচনে معابد বা المتعبد যার অর্থ মসজিদ মাদ্রাসা খানকা আশানা ঈদগাহ যাবতীয় ই'বাদত বন্দেগী করার স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে গীর্জা, মন্দির ইত্যাদিও বুঝানো যায়।

যে স্থানে বসে প্রতিপালকের সাধন করে চাই সেটা সালাত, জিকির মীলাদ ও ক্বিয়ামের মাহফিল সাধনা ইত্যাদি যাই হোক। ঐ স্থানের নাম المعبد বলা হয়।

৩৭. হাশরের মহামিলন মেলার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮. সিরাতুল মুশকীম এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তার অনুসারীদের মর্যাদার ও নিয়ামত প্রাপ্তদের উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

৩৯. সিরাতুল মুশকীমের বিপরীত পক্ষ ও বাতিল আকীদার অনুসারীদের পরিনামে যে কথা ভয়াবহ তার ক্যালিওগ্রাফী দেখানো হয়েছে।

৪০. শয়তান ও তার দোসররা যে অভিশপ্ত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতেই থাকবে ইহকালে ও পরকালে তাদের জন্য দারুন অশানি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির বিধান রয়েছে তার ও মডেল ক্যালিওগ্রাফী দেখানো হয়েছে।

৪১. আল্লাহ রাসূলের সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া বান্দা গুনাহ থেকে তো বাঁচতে পারবে না এমন কি শয়তান ও তার সমস্ত চক্রান্তের হাত থেকে ও বাঁচার কোন উপায় নাই।

৪২. আল্লাহ নবীর সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া বান্দা ই'বাদত তো দূরের কথা ই'বাদতের ধারে কাছেও যাওয়ার ক্ষমতা নাই।

৪৩. হিদায়াতের পথ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

৪৪. সিরাতুল মুশকীম দ্বারা মোহাম্মাদিয়া ফরমূলায় প্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহ নবী কর্তৃক পরিচালিত একমাত্র রাশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
৪৫. এখানে মুশকীম এর মধ্যে "কিয়াম" শব্দটি মূল বর্ণ যার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একমাত্র সহজ সরল সোজা রাশ। যার মধ্যে কোন ভাবেই পরোক্ষ ভাবে বা প্রত্যক্ষ ভাবে বাহিরগতভাবে বা ভিতরগত ভাবে প্রকাশ্য বা গোপনীয় ভাবে সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম ভাবে কোন অবস্থায় বক্রতার কারণ নাই প্রমাণ করছে।
৪৬. আল্লাহর আলম এর সংজ্ঞা পরিধি প্রকার এবং আলম সমূহের সাথে প্রাণীদের সু সম্পর্ক কত খানি, কোন আলমে কারা আছে, আলমের সাথে প্রাণীদের রক্ত মাংস কতখানি সহনশীল সবকিছু নিয়ন্ত্রনের কল কাঠি ও রিমোট কন্ট্রোল যে তারই তত্ত্বাবধানে। সবকিছুর উপর তারই কর্তৃত্ব। তিনি একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক একচ্ছত্র অধিপতি তার প্রমাণ ও এই সুরায় স্পষ্ট হয়ে গেছে।
৪৭. ই'বাদতের সাথে যারা জড়িত প্রেমের সাথে তারাও জড়িত হতে পারেন তার আলোচনা ও করা হয়েছে। ই'বাদতে সাথে সাহায্যের কথা বলার কারণ কি তার রহস্য উদঘাটন করা যাবে কিভাবে তার ইঙ্গিত বহন করে। হিদায়েত শব্দের মধ্যে হিদায়েত এর আসল রূপ কি তার ইঙ্গিত বহন করে সিরাতুল মুশকীম এর মধ্যে সিরাতুল মুশকীম কি তা যারা উপলব্ধি ও উপকৃত হয়েছে তাদের উদাহরণ হিসাবে انعمت عليهم এর মধ্যে পাওয়া যায়।
৪৮. انعمت শব্দটি (فعل ماضي) অতীত কালের ক্রিয়া। মূল শব্দ হলে উহার অর্থ (فعل مضارع) বর্তমান কালের ও ভবিষ্যত কালের ক্রিয়ার অর্থ বহন করে।
৪৯. সুরা ফাতিহায় ৭টি আয়াত। ইহা দ্বারা ৭ আসমান ৭ জমিন কে বুঝানো হয়েছে। কোরআনে ৩০ পারা ৬৬৬৬ আয়াত ১১৪ টি সুরা ৭ টি মঞ্জিল এর দিকে ইঙ্গিত বহন করে।

৫০. তাফসীরে ওয়াজীহতে বলা হয় যে ব্যক্তি সুরা ফাতিহা জীবনে কায়িম করবে তার আমল নামায় $৭ \times ৭ = ৪৯$ খতমের ছাওয়াব ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ আল্লাহর রাশয় দান করে তবে $৭ \times ৭০০ = ৪৯০০$ খতমের সওয়াব দানকারী আমল নামায় আল্লাহ নিজেই লিখে জমা দিয়ে দিবেন।

৫১. সুরা ফাতিহা এমন একটি নিয়ামত যে, উহার তাফসীরই হলো বাকী ১১৩ সুরার পবিত্র কোরআন শরীফ। ইহা আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম নবীজীকে (ﷺ) দান করেছেন এই রূপ নিয়ামত অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। কোরআনের বাকী আয়াত সুরা গুলো এই সুরার তাফসীর।

উহা কায়িম কারীর জন্য সাতটি জাহান্নামের চরম শাস্তি হতে মুক্তি দিয়ে দিবেন। এই সুরা কায়িম কারীকে মাকামে মাহমুদের কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দান করবেন। এবং এই সুরা কায়িম কারীর জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের ৭ টি প্রধান গেইট বিশিষ্ট ৭ টি থেকে ৭০০ জান্নাতে রাজকীয় প্রাসাদ দান করেছেন যার এক একটির আয়তন হবে এই দুনিয়ার ৭০০ গুন বড়।

৫২. কোরআন ভূমিকা যোগসূত্র, মুখপাত্র হিসেবে সুরা ফাতেহা নাযিল করা হয়।

যাকে এক বাক্যে উম্মুল কোরআন বলা হয়।

৫৩. সুরা ফাতিহা সত্য মিথ্যা পার্থক্যকারী ভালো মন্দ পার্থক্যকারী ন্যায় অন্যায় পার্থক্য কারী। গুনাহ থেকে পার্থক্যকারী সোজা পথ ও বক্র পথ প্রদর্শিত করা হয় এই সুরায়।

৫৪. শয়তানি চক্র ও তাদের কুকির্তীর একটি রূপরেখা ও যারা এর সাথে জড়িত তাদের খোলাসা পরিচয় ও পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

৫৫. নবী ওয়ালীগণের পথ ও তাকওয়া পরহেজগারীমূলক পথের রূপরেখা দেখানো হয়েছে।

৫৬. আল্লাহর সার্বিক কৃতিত্ব ক্ষমতা পরিধি বিশ্ব জাহানের পরিচয় পরিধির কথা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে।
৫৭. শরীয়ত, ত্বরীকত মারিফত ই'বাদত সাধনা যতগুলো রাস্তা আছে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে তার একটি রূপরেখা দেখানো হয়।
৫৮. আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথই যে, সত্যিকার সঠিক ও সুসংগঠিত তারও একটি অবকাঠামো দেখানো হয়েছে।
৫৯. সুরা ফাতিহার মধ্যে একটি মাত্র (ق) ক্বাফ অক্ষর রয়েছে। যার ইশারাতুন নছ হিসেবে শুধুমাত্র কোরআন কেই বুঝানো হয়েছে। যার অর্থ দাড়ায় ফাতেহা কোরআনের قلب যা কোরআনের হার্ট অর্থাৎ কোরআন একটি কম্পিউটার যার হার্ড ডিস্ক হলো সুরা ফাতিহা। মানুষের সার্বিক জীবনে মরনে ইহকাল পরকালে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই অতি গোপনীয়তার সাথে অতি সতর্কতার সাথে সুরা ফাতিহার হার্ড ডিস্কে জমা করা আছে।
৬০. আরবী ব্যকরণের গুণ্ত রহস্য দিয়ে সুরা ফাতিহা শুরু এতে صرف এর আলোচনা করা হয়েছে। ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তাসাউফের অধ্যায় এর দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।
ইলমে ফেকাহ ইলমে উসুল ইলমে তরীকত ইলমে তারিখ ইলমুল মাহারাত ইলমুল হিকমত ইলমুল মানতেক ইলমুল আরুজ বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। এছাড়া ইলমুস সামা ইলমুল আরদ, ইলমু জিওগ্রাফি নিয়েও আলোচিত হয়েছে।
৬১. সুরা ফাতেহার মধ্যে ৭টি আয়াত। ১২৩টি অক্ষর রয়েছে। প্রত্যেকটি অক্ষর দিয়ে সাজানো একটি জীবন বিধান মানব জীবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সুরার গুরুত্ব বহন করে।
৬২. সুরা ফাতেহার ৫২টি নাম রয়েছে। ৬৩ টি ফজিলত উম্মাতে মোহাম্মদীরা লাভ করবে। বাকী ১০ টি বিশেষ বিশেষ আউলিয়া আশিয়া গণের জন্য বিশেষ ফজীলত পরিলক্ষিত হয়। এই সুরায় বাতেল আকীদা পন্থীদের জন্য ৬৩ টি লানত লাঞ্ছনা অপমান ঘাটে ঘাটে বেইজ্জতি হতেই থাকবে। এর মধ্যে ২৩ টি লানত আছে জগতে বাকী ৪০ টি লানত রয়েছে তাদের জন্য পরকালে তাদের শেষ পরিনতি হবে জাহান্নাম।

رضی اللہ عنہ -ই-নکشا

মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মাদী

❁ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর জন্নের পূর্বেই হযরত মা আমিনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর জন্নের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তেমনি আমাদের আঁকা ওয়াজীহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঐর জন্নের পূর্বেই খোদ রাসূল (ﷺ), হযরত বড়পীর আবদুল কাদির জীলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এবং অন্যান্য ওয়ালীগণ মা আয়িশাকে (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জন্নের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

❁ ২৭ শে ফালগুন ১৩৩৮ সন বাংলা সন মতে বিশ্বের অদ্বিতীয় ওয়ালী সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া জগতের নক্ষরাজ, লক্ষ সূর্যের আলো নিয়ে, কোটি চন্দ্রের জোৎনা নিয়ে, কোটি ফুলের হাসি নিয়ে, আকাশের মত মন নিয়ে, জমিনের মত উদারতা নিয়ে, সমুদ্রের মত প্রাণ নিয়ে, সিজদাহ অবস্থায়, নাভী কাটা অবস্থায়, খতনা অবস্থায়, জিকির অবস্থায়, শুকুর অবস্থায় এ ধরায় তাশরীফ আনলেন। যেমনটা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছিলেন বলে খাসায়েছে কুবরা সহ বিভিন্ন সিরাতের কিতাবে বর্ণিত আছে।

আলহামদুলিল্লাহ!!! আমাদের ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর নিজস্ব ওয়েবসাইট

WWW.WAJEHIAMOHAMMADIATARICA.COM
তৈরী হয়েছে। যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। নিয়মিত ভিসিট করুন।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর আকাঈদ

মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মাদী

- (১) আল্লাহ পাকের উপর তাহ্দিদ বিল জিনান আমল বিল আরকান ও ইকরার বিল লিহানের মাধ্যমে ১০০% আস্তা রাখা ফরজে আইন।
- (২) আল্লাহর প্রতি ঈমান শরীয়তে ইলমুল ইয়াকীন তরীকতে আইনুল ইয়াকীন ও হাকীকতে হাককুল ইয়াকীন অর্জনের চিরস্থায়ী বালেগ হওয়ার পর থেকে মউত পর্যন্ত তাসাউফ ইস্পিফার ও সিরাতুল মুশকীমে চরম পরীক্ষা ঈমানী অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ কল্পে অপেক্ষমান থাকাই চুড়ান্ত ঈমানে উপনীত হতে হবে।
- (৩) মানব জীবনে প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুমিন মুসলমানের জীবনে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব প্রমাণ হিসেবে সর্বদাই আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্তা অর্জন করতে জীবন মরন শপথ গ্রহণ ও এমন আস্তা তৈরী করতে হবে যে যাতে আল্লাহর সাথে মুমিন মুসলমানের নেট সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। ঈমানের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায় রখসত ইখতিয়ার করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ পাকের জাত সিফাত তাঁর শান মান শওকত আজমত কুদরত ইত্যাদি যাবতীয় বিনা দলীলে বিনা প্রমাণে বান্দা মুমিন মুসলমান ১০০% পূর্ণ আস্তা রাখতে হবে। নিখুত ই'বাদত লিল্লাহিয়াত সকল কর্মকাণ্ডে আজীবন পরিচালিত করার অঙ্গিকার করতে হবে।
- (৪) ঈমান পরীক্ষা তাকদীর নিয়ে করনা খেলা। তাকদীর বিষয়ে সবাই হার মানে।

আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে ইসলাম। আল্লাহ রাসূল(ﷺ) আমাদের ঈমান, তাই আমরা মুমিন, আল্লাহ রাসূল আমাদের ইসলাম তাই আমরা মুসলমান। আল্লাহ রাসূল আমাদের সালাত সিয়াম, যাকাত, হজ্ব। আল্লাহ রাসূলের নামে কত যাতন ত্যাগ কোরবানী মানি। নিজেকে আল্লাহ রাসূলের দারে ফানা হয়ে যেতে কার্পন্য করা যাবে না। ফানা না হলে পিছিয়ে যেও না। বিদায়ে নবী(ﷺ) হাসিল হয় না। বান্দার সকল কর্মকাণ্ডই ই'বাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য যদি বান্দার সকল কর্মকাণ্ড ইখলাছের সাথে ও আল্লাহ রাসূলের প্রতি ১০০% বিশ্বাস ভক্তি শ্রদ্ধা ও

১০০% বান্দার আস্থা অর্জিত হয়। বিশেষ ভাবে লিগ্লাহিয়াত ও লিওয়াজহিল্লাহ কাজ কর্ম চলতে থাকে তবেই সে হবে সত্যিকারের মুমিন মুসলমান।

(৫) মোহাম্মদী ইসলাম মোহাম্মদী তরীকত যারা ১০০% মনে প্রাণে ঈমান আকীদায় ১০০% আস্থার সাথে প্রমাণ করতে পারে তাঁদের জিম্মাদারী আল্লাহর হস্বে ও নবীজীর গুপারিশ মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে।

(৬) একজন মুমিন মুসলমানের জীবনে যখন যা মানতে জানবে বুঝবে প্রতি কর্মকাণ্ডে প্রতি ক্ষেত্রে মোহাম্মদী নকশা মডেল বা মোহাম্মদী মানচিত্র ও মোহাম্মদী ফরমুলার বিকল্প কিছু নেই।

(৭) আল্লাহ চিরস্থায়ী চিরন্তন চিরস্থায়ী চিরজাগ্রত চিরসত্য নবী ও নবুয়াত চিরসত্য। নবীজির নবুওয়াত রিসালাত চিরন্তন সত্য চিরস্থায়ী। মুরশিদ কিবলা ও মুরশিদেও বিলাদাত খিলাফাত বিলায়াত কামালিয়াত কারামাত চিরন্তন চিরস্থায়ী চিরসত্য। তাওহীদ রাজ্যে আল্লাহ যেমন একক তেমনিভাবে নবুয়াত ও রিসালাত রাজ্যে সাইয়্যিদিনা নবী মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ একক, এবং বিলায়াত রাজ্যে সাইয়্যিদিনা মুরশিদ কিবলা একক।

(৮) তাওহীদের বেত্রে শরীক করা যেমন-পাপ ত্বরীক্বুতের নবীজির ও মুরশিদের শরীক করা মহাপাপ।

(৯) সকল নবীগণ সকল রাসুলগণ নিস্পাপ মীয়্যারে হক)।

মানজীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রত্যেকেই প্রতি ক্ষেত্রে যার যার অবস্থানে প্রতিটি মুহূর্তে একটি নকশা মানবে তা হলো মোহাম্মদী রূপরেখা ও নবীজির আদর্শ পালক করতে কার্পন্য করা বা শীতল করা বা জায়িজ কাজ করা বা রুখসত তালাশ করা যা মোহাম্মদী মডেলের বাহিরে যে কোন মডেল সৃষ্টি করা বা মানুষকে নিজ তৈরী মডেল অনুযায়ী চলার পরামর্শ দেয়া মোহাম্মদী ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এতে আল্লাহর নেট সংযোগে ডাউনলোড বা আপলোড হবে না।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদীয়া ত্বরীক্বাহর আকাঈদ

(১)

সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু
আনহু) এঁর বানী-

“তাওহীদ ও তাওহীদের অধিকার”

আল্লাহ পাক একক, অদ্বিতীয় যার সাথে কোন ব্যক্তি বস্তু স্থান কাল সময় দিন বছর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনকিছুর সাথে তুলনা নেই। করা যাবেনা। করা ঠিক নহে। এটা তাওহীদের অধিকার এবং মাওলা পাকের একনিষ্ঠ অধিকার। একক ভাবেই বান্দা আল্লাহর একত্ববাদকে ঈমানে আকাইদে আমলে চিনায় চরম ভক্তি ভরে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে ও সর্বদা তওবা নেক আমল ও নেক চিনার সাম্মানে আল্লাহর বান্দার একাং আপন করে নেওয়ার জন্য সমস্ত জীবন ও জীবনের যাবতী কর্মসূচী খালিস লিল্লাহিয়তের সূত্র ধরে জীবন মৃত্যুর মধ্যখানে নিজেকে সোপর্দ করাই একক আল্লাহর একাং দাসত্ব। আর এইরূপ দাসত্ব স্বীকার করে জীবন পরিচালনা করার নামই ইসলাম। মানব সৃষ্টিতে ৩৬০ টি যন্ত্র বিশেষ ভাবে জবান হস ও লজ্জাস্থান এই তিনটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করাই তাওহীদের মূল লক্ষ্য। এর বিনিময় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ও প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন যে, আমাকে ও আমার নীতি নিয়ম আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে আমাকে একক সত্ত্বাধিকারী ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান মনে প্রানে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে ও মানব জীবনে আমার দেয়া সঠিক সত্য তথ্য বাস্তবায়ন করে তাকে আমার পক্ষ থেকে অনন্ত নিয়ামতের উত্তরাধিকার হিসেবে বিশেষ উপহার উপটোকন ও মর্যাদাবান করে আমি তাকে আমার নিজের করে ও আমার আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত করব।

(২)

সাইয়্যিদ আবুল খায়ের মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু
আনহু) ঐর বানী-

“তাওহীদ ও নবুয়াত এবং রিসালাতে অধিকার”

মহান আল্লাহর রাসূল, তাওহীদের মুরশিদ, মাশুকে ইলাহী, আল্লাহর একান্ত
অতি আপনজন, আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, নকশা-ই-ইলাহী তাওহীদের
মহাপরিচালক নবুওয়াতের হাকীকত ও নবুয়তের আসলিয়াত কোরআনের
ধারক বাহক বিশ্বজাহানের রহমত বরকত সাহেবে কাউসার সাহেবে মাকামে
মাহমূদ মিহরাতুল জান্নাত সাইয়্যিদুস সাকালাইন ওয়াল কাউনাইন ওয়াল
হারামাঈন, উম্মতের কাভারী ৮০ হাজার আলমের রহমত মানবতার মুক্তির
সনদ বোর্ড আরশের নূর, সিরাজুম মুনীর, বাশীর, নাজির, রাউফ, রাহীম,
কারীম, গাফুর, মুবাঞ্জিগ, মুয়াত্ত্বিম, মুকাররাম, মুহাররাম, মুনাওয়ার, মুয়াত্ত্বার,
মুকাদ্দাস, মোস্‌ফা, মুক্তাদা, মুজতাবা, মুনজার, মুছাদ্দাক, হাবীব, মাহবুব,
মাহমূদ, হামেদ, সাইয়্যিদ নাবীয়্যিনা, শাফিয়্যিনা, মাওলানা, হযরত মুহাম্মাদুর
রাসুলুল্লাহ (ﷺ) যিনি সাইয়্যিদুল আম্মিয়া ওয়াল মুরছালীন, ইমামুল আম্মিয়া
ওয়াল মুরছালীন, খাতামুল আম্মিয়া ওয়াল মুরছালীন, খাতামুল কোরআন
ওয়াল নবুয়াত ওয়াল রিসালাত ও ই'জাদ বিলায়াত কামা ক্বামা বিলায়াত ওয়াল
খিলাফত ওয়াল বয়াতে রিদওয়ান তাহতা বয়াতে শাজার ই'জাদে সিলসিলায়ে
বিলায়াত বা'দান্নবুয়াত ওয়াল রিসালত ওয়াল কোরআন ওয়াল ওয়াহী-ই-
মাতলু শানে রিসালাত ও শানি নবুয়াতের হক আদায় করা তামাম উম্মতে
মোহাম্মাদীর উপর ফরদ্বি আইন। অন্যথায় নবুয়াতের দরজায় জবাবদিহিতা
রয়েছে।

(৩)

সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাহিয়াল্লাহু আনহু) ঐর বানী- “তাওহীদ ও নবুয়াত এবং রিসালাতে অধিকার”

উম্মাত-ই-মোহাম্মদী! যারা মহান আল্লাহ ও সাইয়িদিনা রাসুলের প্রতি মনে
প্রানে ১০০% আনন্দিকভাবে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস উম্মতের হৃদয়ে স্থাপন
করেছেন এবং উম্মতের জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে মোহাম্মাদী ইসলাম
মোহাম্মাদী কোরআন মোহাম্মাদী হিদায়াত মোহাম্মাদী শরীয়ত তরীকত
হাকীকত ও মোহাম্মাদি মা'রিফত মোহাম্মাদি ঈমান মোহাম্মাদী আকাইদ
মোহাম্মাদী সালাত মোহাম্মাদী যাকাত মোহাম্মাদী সিয়াম মোহাম্মাদী হজ্জ
মোহাম্মাদী সমাজ সংসার মোহাম্মাদী শিক্ষা দিক্ষা ও মোহাম্মাদী মডেল
অনুসারে জীবন পরিচালনা করাই মোহাম্মাদী নবুয়াত ও মোহাম্মাদী
রিসালাতের মূল দাবী। এই ক্ষেত্রে আল্লাহর সাইয়িদিনা
রাসুলের(ﷺ) গোলামী দাসত্ব আনুগত্য ভক্তি শ্রদ্ধা মীলাদ কিয়াম জিকির
ফিকির যাবতীয় ই'বাদাত ই'তায়াত ইত্তিবা তিলাওয়াত তালাম তালক্বীন
তাজকীর তাজকিয়া তাকওয়া ই'খলাস তাছদাক মোরাকাবা মোশাহাদা
মুজাহাদা মোয়ামালা ইত্যাদি যাবতীয় একজন উম্মাত-ই-মসলিম জীবন
জাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-নবুয়াত ও শান-ই-
কোরআনের কোন বিকল্প কোন রাশ বা তরীকাহ মোহাম্মাদী ইসলামের
পরিপন্থি। তা ১০০% সত্য ও সতর্কতার সাথে হিদায়াতে কামিলায় ও
হিদায়াতে মোহাম্মাদিয়া ও মোহাম্মাদিয়া ত্বরীকায় নিজ জীবন থেকে চূড়ান
রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা রিসালাতের মূল অধিকার অন্যথায়
নবুয়াতের দরজায় জবাবদিহিতা রয়েছে।

(৪)

সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মাদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ'র "বানী" "শান-ই-রিসালাত, শান-ই-বিলায়াত ও শান-ই-মুরশিদ কিবলাহ"

মহান আল্লাহ পাক তাওহীদের মালিক। তাওহীদের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব তাওহীদের খিলাফতনামা একজনকেই পদান করেছে। তিনি হলেন আমাদের নবী আমাদের সাইয়্যিদ নবীদের সাইয়্যিদ দো-জাহানের বাদশা দো-জাহানের দুলহা, জান্নাতের ধারক বাহক সাহেবে কোরআন হযরত মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)। আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়্যতের মূল রিসালাতের মূল কোরআনের মূল, তাওহীদের মূল তাওহীদের মুরশিদ, তামাম উম্মতের কাভারী, তামাম মানব জাতির ইসাল ইলাল মাতলুব, নুর-ই-মুজাসসাম কামলিওয়ালা কাউসার ওয়ালা সিরাজুম মুনীরা রাহমাতাল্লিল আলামীন করে আরশ থেকে বিশ্ব জাহান ভ্রমণ করিয়ে অবশেষে মানবজাতির নিকত মহামানব অতিমানব রূপে বনী আদমের ভিতরে মানবতার মুক্তির দূত করে ৫৭০ ইংরেজী সন ১২ই রবিউল আউয়াল আরবদেশে কোরাইশ বংশে হাজার বছরের চরম অন্ধকার দূর করার চিনায় প্রেরন করেছেন। আমাদের নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে(ﷺ) ৩০ পারা লিখিত সংবিধান হিসেবে আল-কোরআন উপহার দিয়েছেন যার নবুয়্যত ও রিসালত পূর্বেই আল্লাহর ঘোষণাপত্র তাওরাত যাবুর ও ইঞ্জিলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যার নবুয়্যত ও রিসালতের প্রচারক হিসেবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আশ্বিয়াগণকে এই জগতে আল্লাহ পাকই প্রেরন করেছেন। সাইয়্যিদিনা রাসূল (ﷺ) হলেন খাতামুল আশ্বিয়া ও খাতামুল কোরআন ওয়াল ওয়াহি-ই-মাতলু, যার প্রস্থানের পর আর কোন নবী ও রাসূল বা কোরআনের ধারক বাহক হিসেবে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কেউ আসবেই না। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ (ﷺ) এই জগত থেকে প্রস্থানের পূর্বে নবুয়্যত রিসালাত ও কোরআনের প্রচারের জন্য আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত খিলাফতের সনদ বহনে উম্মাত-ই-মোহাম্মাদী হতে বিশেষ বিশেষ বাছাইকৃত কিছু সংখ্যক মহামানব বা উম্মাত-ই-মোহাম্মাদী আল্লাহ দ্বারা কবুলিয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যুগে যুগে আলমে আরওয়াহ হতে উম্মতে মোহাম্মাদীকে মোহাম্মাদী হিদায়াত ও সিরাতুল মুশ্বকীমে রাখার দায়িত্ব ভার গ্রহণে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরণের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের সকলের সাইয়্যিদ! সাইয়্যিদুল আউলিয়া সাইয়্যিদুল মাজাহিবীন সাহিব-

ই-বিলায়াতে কোবরা বিলায়াত-ই-নবুয়াত বিলায়াত-ই-রিসালাত বিলায়াত-ই-কোরআন বিলায়াত-ই-ইসলাম বিলায়াত-ই-শরীয়ত বিলায়াত-ই-তরীকত বিলায়াত-ই-হাকীকত বিলায়াত-ই-মারিফত বিলায়াত-ই-কাইয়ুমিয়্যত বিলায়াত-ই-কাইনুনিয়ত বিলায়াত-ই-হুজুরিয়াত বিলায়াত-ই-মুহিব্বিয়তে শাফায়াত-ই-কোবরা, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-রাসূল-নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-খোলাফায়ে রাশেদা নকশা-ই-হাসান হুসাইন, নবীজির(ﷺ) নিজ বংশের ওমর আলী ফাতেমার বংশের প্রজ্জ্বলিত নূরের ঝলক সমস্ত তরীকতের জ্যোতি মস্কর ফুটন্ত গোলাপ নবীজির(ﷺ) কসরী আতর দানি নবীজির নয়ন পুতুল সমস্ত আউলিয়াদের ইমাম মোহাম্মাদীয়া তরীকাহর ইমাম নবুয়তের ও রিয়সালাতের মুরশিদ কোরআনের সিরাজুম মুনীর, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, সমস্ত তরীকতের ইমাম সমস্ত মাজাহিবের সাইয়্যিদ তাজিদার-ই-আরশে আযীম আল্লাহ রাসুলের দর্পন ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদীয়া তরীকাহর চিরস্থায়ী ইমাম বাহারুল উলুম সাহিবে ইলমে লাদুন্নী ওয়াল মারিফাত আমাদের প্রাণের মামদুহ সাইয়্যিদুনা হাবীবিনা শাফিয়িনা মোরশেদুনা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মাদ ওয়াজীহ উল্লাহ মোহাম্মাদী নানুপুরী, চাঁদপুরী, আহমাদপুরী, কুতুবপুরী, শাহী মহল্লায়ী(ﷺ), এর ঈদ-ই-মীলাদুল ওয়াজীহ" উপলক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক বিলাদত দিবস মোরশিদ কিবলার জন্ম দিবস ও আরশে আযীম হতে আমাদের মাঝে বাংলাদেশী হয়ে বাংলাভাষী হয়ে তাওহীদের বাংলা হয়ে আমাদের জন্য রহমত বরকত মাগফিরাত নিয়ে কবরবাসীদের জন্য বিশেষ ঈসালে সওয়াব এর সংবাদ নিয়ে, নবীজির(ﷺ) শান মান ইজ্জত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের সওগাত ও মোহাম্মাদিয়া ইসলাম তথা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তরীকাহর ঝান্ডা হাতে নিয়ে গরীব মিসকীন ফকীর দের বন্ধু হয়ে এই ধরায় তাশরীফ নিয়েছেন। তাঁর শুভাগমন উপলক্ষ্যে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তরীকাহর দরবার রানী'মার রওজা শরীফে হাসেমী মঞ্জিলে এক বিশেষ মীলাদ শরীফ কিয়াম শরীফ জিকির শরীফ হামদ নাত অ মোরশিদী গজল ও তাওয়াল্লুদ শরীফ শাজরা শরীফ ও সালাতু সালামের বার্তার বিশেষ আকর্ষণ ভিডিও অডিও ২৭ টি প্যাকেজিং বিভিন্ন টিভি স্যাটেলাইটে একসাথে সম্প্রচার ইনস্ট্যান্ট আপলোড করে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য শুভেচ্ছা বানী ও রহমতের এবং মোহাম্মাদী নূরের ঝর্ণা প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমিন।

সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (ﷺ) এঁর বানী (কোহিনুর মুক্তা) মোবারক

নাহমাদুহ ওয়া নুসাললি আলা রাসুলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত ওলামায়ে কিরাম, দিগার বেরাদারে মিল্লাত, এমন এক মোবারক জলসাতে বসেছি, যেই জলসার তুলনা অন্য কোন জলসার সঙ্গে হয়না। কারণ সাইয়্যিদুল মুরসালীন, আমাদের প্রাণের আঁকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এটা হলো “ঈদ-ই-মীলাদুন নবী ও ঈদ-ই-মীলাদুল ওয়াজীহর জলসা”। ছরকারে দু’আলম হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রবিউল আউয়াল মাসের ১২ই তারিখ সুবহে সাদিকের সময় এই দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছিলেন। কাজেই এই দিন মুসলমানদের জন্যে সবচেয়ে মুবারক দিন, সবচেয়ে ফদ্বীলতের দিন, সবচেয়ে বরকতের দিন। তাঁর জীবনী কুরআন ও হাদীস দ্বারা ওলামায়ে কিরামগণ আপনাদেরকে বুঝিয়েছেন। কাজেই এখন কর্তব্য হবে, খালি শুনলেই হবেনা যা কিছু আমরা শুনি, সেটা আমল করতে হবে। আমল যদি না করি, খালি শুনি, এর কোন দাম নাই। যখন আমরা কিছু শুনি অর্থাৎ জানি তখন হবো আমরা (আমরা হবো) আলেমের পর্যায়ে। শুনে যখন আমল করবো, তখন হবো আলেমে বা-আমল-আমল ওয়ালা আলেম। তারপরে যখন নিজের মধ্যে ইখলাছ পয়দা করতে পারবো, তখন হবো, খালেছ, মোখলেছ মানে মুখলেছ বান্দাহ। আমার রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান-যে, **الناس كلهم هلك الا العالمون** (আনুাছু কুললুহম হালাকা ইলরালা আলিমুন) যত মানুষ দুনিয়াতে আললাহ সৃষ্টি করেছেন, তারা ধ্বংসের মধ্যে আছে, ধ্বংসের পথে তারা রয়েছে। ইললাল আলিমুন-কিন্তু তাদের মধ্যে আলেম যারা হবে, যারা জ্ঞানী হবে, তারাই ঠিক থাকবে। পুনরায় তিনি বলছেন- **والعالمون كلهم هلك الا العالمون** (ওয়াল আলিমুনা কুললুহম হালাকা ইললাল বা আমিলুন/ ইললা বা’আলিমুন)- এবং আলেমরাও ধ্বংসের পথে রয়েছে-কিন্তু আলেমদের মধ্যে যারা আলেমে বা’আমল হবে, যারা যে এলম

শিখল, সে(ই) অনুযায়ী আমল করে-আলেমে বা'আমল হবে, তারাই ঠিক থাকবে। পুনরায় আমার হুজুর বলছেন **وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْمَخْلُصُونَ** "ওয়াল আলিমুনা কুললুহুম হালকা ইললাল মুখলিছুন"(আলেমে বা'মুজা?) হবে, তারাও ধ্বংসের পথে আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা মুখলেছ হবে, যাদের মধ্যে এখলাছ পয়দা হয়ে গেছে অর্থাৎ খুলুছিয়াত যাদের মধ্যে আছে, ঐ সমস্ত মুখলেছ বান্দারা, তারা ঠিক থাকবে। আবার হুজুরে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-**وَالْمَخْلُصُونَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ** ওয়াল মুখলিছুনা ফি খাতারিন/ল আ'জীম। যারা মুখলেছ হবে, তাদেরও শেষ নাই। তাদেরও-তারা ফিতনা-এ-আজীমের মধ্যে আছে। সব সময় তারা (ত্রস্ত?) থাকবে। এইভাবে তারা ফিৎনা-এ-আজীমের মধ্যে থাকবে। কাজেই বেরাদারে মিললাত রা-(ই)-ত ভর আমরা যা কিছু শুনেছি, আপনারা যা কিছু শুনেছেন সেইভাবে রাসূলে পাকেরহঁ(অঁ)য়া- আখলাকে নিজের আখলাককে আখলাকিত/আখলায়িত করতে হবে। তিনি যেইভাবে আমল করেছেন, সেইভাবে নিজেরা আমল করতে হবে। তিনি যেইভাবে মানুষের সঙ্গে মোয়ামেলা ব্যবহার করেছেন ঠিক সেইভাবে আমাদের করতে হবে। তিনি যেইভাবে আখলাক দেখিয়েছেন সেইভাবে নিজেদের আখলাককে আখলাইয়্যত করতে হবে। করতে করতে ঐভাবে আমল করতে করতে আমাদের মনেএখলাছ পয়দা হয়ে গেলে, আমরা যেন মুখলেছ হইয়া যেতে পারি, মুখলেছিনাল আ'জীম হইয়া যেতে পারি এই চেষ্টা প্রত্যেকের করতে হবে। আমার রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-হে দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখ-**الشريعة اقوالی** আশশারীয়াতু আক্বওয়ালী-শরীয়ত হইছে আমার কথা; **والطريقة افعالی** ওয়াতত্বরীকাতু আফওয়ালী-তরীকত হইছে আমার কাজ; **والحقيقة احوالی** ওয়াল হাকীকাতু আহওয়ালী-হাকীকত হইছে আমার হাল, আমার অবস্থা; **والمعرفة اسراری** ওয়াল মারিফাতু আসরারী- মারিফাত হইছে আমার আসরার, আমার ভেদ। অর্থাৎ নবীর কথা হলো শরীয়ত, নবীর কাজ বা আমল হলো ত্বরীকত এবং তার আমল করে যে একটা অবস্থা হয়, যে একটা হাল পয়দা হয় সেটা হলো হাকীকত। হাল পয়দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে যে বান্দার একটা মুয়ামিলা হতে থাকে, রাগদুই? হতে থাকে, সেরমুখী হতে থাকে, অর্থাৎ আল্লাহর ভেদ

জানতে থাকে বান্দা-সেটা হলো মারিফত। শরীয়ত, ত্বরীক্বত, হাক্কীক্বত, মারেফত এই চারটির চারটির-ই মানে ইসলাম। চারটার মিনার হচ্ছে ইসলাম। কেউ খালি শরীয়ত মানল, ত্বরীক্বত মানলনা, সেও ঠিক খাঁটি মুসলমাননা। আর কেউ খালি ত্বরীক্বত মানল, শরীয়ত মানলনা, সেতো একেবারেই খারাপ। এইজন্য হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন-মান তাফাক্বাহা ওয়ালাম ইয়াতাসাওয়াফ ফাক্বাদ তাফাসসাকা- যে খালি শরীয়ত শিখল, তাসাউফ শিখলনা, মারেফত শিখলনা, সে ফাসেক্ব। ওয়া মান তাসাওয়াফা ওয়ালাম ইয়া ত্বাফাক্বাহ, ফাক্বাদ তাজানদাকা- যে তাসাউফ শিখল, কিন্তু শরীয়ত শিখলনা-সে জিন্দিক, সে বেঈমান। ওয়ামান জামা'আ বাইনাহুমা অর্থাৎ যে শরীয়ত, ত্বরীক্বত দুটোই শিখল-ফাক্বাদ তাহাককা- সে মোহাক্কেক হইল। মানে সে-ই আল্লাহওয়ালা। কাজেই বেরাদারে মিললাত, শরীয়ত, ত্বরীক্বত, হাক্কীক্বত, মারেফত, এই চারটাই মানি ইসলাম, চারটা মিলেই ইসলাম। এই চারোটা পুরাপুরি ভাবে হাসেল করবার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আল্লাহ যাকে যেখানে নিবে, সেখানে সে পৌঁছতে পারবে, কিন্তু চেষ্টা করা বান্দার কাজ এবং সেটা তাকমীল করা আললাহর কা (النِّية من العمل) (النَّيَّةُ مِنَ الْعَمَلِ) আসসায়ীযু মিনাছ ওয়াল ইকমালু মিনাল্লাহ- (السَّعْيُ مِنَ النَّاسِ وَالْإِتِمَامُ مِنَ اللَّهِ) চেষ্টা করা বান্দার কাজ এবং সেই পর্যায়েপৌঁছিয়ে দেয়া আল্লাহর কাজ। সুসম্পন্ন করে দেয়া আললাহর কাজ। আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি যেন না করি, বেরাদারে আজীজ, আজকের এই জলসা যে কত মুবারক জলসা-একটু গুনুন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা অনেক ছিলো, তন্মধ্যে আবু লাহাব, তারপরে ধরেন, হযরত আব্বাস, এই ধরণের অনেক চাচা হুজুরের ছিল। হুজুরের চাচা আবু লাহাব, আবু জেহেল, এদের সমন্ধে আললাহ কুরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন (যে),

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়াআলা সাময়িহিম ওয়াআলা আবসারিহিম গিশাওয়া ওয়ালাহুম আযাবুন আযীম। যে এদের জন্য এদের দিলের মধ্যে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছে। এবং কানের মধ্যে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছে। দিল দিয়ে ভালো কথা বুঝবেনা, কান দিয়ে ভালো কথা

শুনবেনা। ওয়াআলা আবসারিহিম গিশাওয়া-তাদের চোখেরমধ্যে আল্লাহ পর্দা
 ঢেলে দিয়েছে। চোখ দিয়ে ভালো কিছু দেখেনা / দেখবেনা। ওয়ালাহুম
 আযাবুন আযীম-এদের জন্যে শক্ত আযাব আল্লাহ রেখেছেন। এখন চিলা
 করেন যে আয়াত যাদের শানে নাযিল হয়েছে সেই আবু লাহাব-তার অবস্থা
 কী হবে। আবু লাহাব রাসূলে পাকের আপন চাচা-সে কিন্তু হুজুরে পাক
 (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজীবন তিনাকে হেদায়াতের কথা
 শুনাইছেন। তিনি হুজুরের হেদায়াত নেননা। বেঈমান হইয়া/হয়ে মরে গেল।
 এনতেকালের পরে একদিন তাকে, তিনার হুজুরেরঅন্য চাচাহযরত আব্বাস
 (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খোয়াবে দেখলেন। খোয়াবে দেইখা জিজ্ঞাসা করলেন,
 ভাই আবু লাহাব, তুমি কী হালে আছ, বলোতো। তখন আবু লাহাব বলল,
 ভাই আমার মত বদবখত, আমার মত কমিনা, আর দুনিয়াতে নাই।
 আললাহর মাখলুকের মধ্যে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ আমার খান্দানে
 আল্লাহ তবারক ওয়া তায়ালা তার সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক সায়্যিদুল মুরসালীন
 মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পয়দা করলেন।
 তিনি আমার কাছে ইসলামের দাওয়াত শুনাইলেন। কিন্তু আমি আজীবন
 তিনার বিরুদ্ধাচরণ করে আমি বেঈমান হয়ে মরে গেছি এবং আমি জাহান্নামী
 হয়েছি। আমি জাহান্নামী.....

কিন্তু একটা খোশ খবরী শোন, ভাই আব্বাস, একটা খোশ খবরী শোন। যেই
 দিন আমার ভতিজা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পয়দা হয়েছিলেন, আমার এক
 বান্দী, তার নাম সুয়াইবিয়া; সেই সুয়াইবিয়া গিয়া আমাকে এই খোশ খবরী
 দিল- হে আমার প্রভু, হে আমার মাওলা, এক খোশ খবরী শুনুন, আপনার
 এক ভতিজা পয়দা হয়েছে। তখন আমি খুশিতে বাকবাক হইয়াগেলাম-যে
 আমার ভাই আব্দুল্লাহ এনতেকাল করেছেন, যাক তার ঘরে একটা সন্ধান,
 ছেলে হয়েছে, যাতে ওর নিশানা থাকবে দুনিয়াতে। আমি খুশিতে বাক বাক
 হইয়া গেলাম। এই কারণে আল্লাহ তবারক ওয়া তায়ালা প্রত্যেক
 সোমবারেআমাকে এই আযাবে কবর আমার মাফ থাকে। চিলা করেন, কত
 বড় আশাদুদদাজার কাফের, তিনিও রাসূলে পাকের জন্ম উৎসব শুনায়)
 কারণে, জন্ম উৎসব মানানের কারণেএকদিন সপ্তাহে তিনি আযাবে কবর তার
 মাফ থাকে।

(চলবে.....)

تدریس الأحادیث

তাদরিসুল আহাদীস

ওলী আল্লাহ ও সালেহীনদের ফযীলত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبْهُ، فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُوهُ، فَيَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوَضَّعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ "

১. হযরত আবু হোরাইরা رضি হতে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যখন আলাহ তায়ালা কোন বান্দাকে ভালোবাসেন (অর্থাৎ আলাহর ওলী হয়ে যায়) তখন হযরত জীবরাঈল عليه السلام কে বলেন যে- আলাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জীবরাঈল عليه السلام ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। অতঃপর হযরত জীবরাঈল عليه السلام আসমানের বাসীন্দাদের আহ্বান করে বলেন যে, আলাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন সুতরাং তোমরাও তাঁকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানবাসীরাও তাঁকে ভালোবাসা শুরু করে এবং যমীনের বাসীন্দাদের (অন্রে) তাঁর মকবুলিয়াত রাখা হয়।^১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ

১. বুখারী, সহীহ, بدء الخلق, ৩/১১৭৫, হাদীসঃ ৩০৩৭

২. মুসলিম, সহীহ, البر والصلة والأداب, ৪/২০৩০, হাদীসঃ ২৬৩৭

৩. ইমাম মালেক, মুয়াত্তা, ২/৭৫৩, হাদীসঃ ১৭১০

إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ،
فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ
الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ
اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَّنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ
الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "

২. ﴿﴾ হযরত আবু হোরায ﴿﴾ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলে পাক ﴿﴾ এরশাদ করেছেন- আলাহ ﴿﴾ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বন্দার জন্য আমার নৈকট্য লাভ করতে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু তাই যা আমি তার উপর ফরয করে দিয়েছি। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাঁকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে দেই যে, আমি তাঁর কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শোনে। আমিই তাঁর চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমিই তাঁর হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, আমি তাঁকে নিশ্চয়ই তা দান করি। আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় আমি তাঁকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা সংকোচ মুমিন বান্দার জান কবজ করতে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাঁর কষ্টকে অপছন্দ করি।^২

১. বুখারী, সহীহ, কিতাবুর রিক্বাক, ৫/২৩৮৪, হাদীসঃ ৬১৩৭

২. ইবনে হিব্বান, সহীহ, ২/৫৮, হাদীসঃ ৩৪৭

৩. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১০/২১৯ (বাব-৬০)

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأَنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ، قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنْ وُجِّهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخْفُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ هَذِهِ آيَةَ {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62]

৩. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আলাহ (সঃ) এঁর কিছু মনোনীত বান্দাগন আছেন যারা না নবীগণের মধ্যে থেকে না শহীদগণের মধ্যে থেকে। কিয়ামতের দিন আশ্বিয়ায়ে কেরামগণ (আলাহিমুস সালাম) এবং শহীদগণ আলাহ কর্তৃক আল-হর ঐ মনোনীত বান্দাদের প্রদত্ত মাকাম দেখে ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রাসূল্লাহ (সঃ)! আপনি আমাদের দয়া করে বলে দিন তারা কারা? হযুর (সঃ) এরশাদ করেনঃ তাঁরা এমন লোক যাদের একের সাথে অন্যের ভালোবাসা শুধুমাত্র আলাহ তাআলার জন্য হয়, কোন আত্মীয়তার কারণে এবং সম্পদ লেনদেনের কারণে নয়। আলাহর কসম! তাঁদের চেহারা নূর হবে। আর তাঁরা নূরের (মিস্বরের) ওপর থাকবেন। তাঁদের কোন ভয় থাকবে না যখন লোকেরা ভয়র্ত হবে। তাঁদের কোন বিষন্নতা থাকবে না যখন মানুষ বিষন হবে। অতঃপর রাসূলে পাক (সঃ) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "খবরদার! নিশ্চয়ই আলাহর ওলীদের কোন ভয় নেই। তারা বিপদগ্রস্তও হবে না [সূরা ইয়ুনুসঃ ৬২]।" ৩

১. আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল বুয়ু', বাব রেহান, ৩/২৮৮, হাদীসঃ ৩৫২৭

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ، قِيلَ: مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ؟» قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلَا انْتِسَابٍ، وَجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: 62].

8. হযরত আবু হোরাযরা (رضি) হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম (ﷺ) এরশাদ করেনঃ আলাহ তায়ালা কিছু বন্দা এমন আছেন যারা নবী নন কিন্তু নবীগণ এবং শহীদগণও তাঁদের উপর ঈর্ষা করবেন। জিজ্ঞাসা করা হলঃ (ইয়া রাসূলুলাহ (ﷺ)!) তাঁরা কারা (আমাদেরকে তাঁদের গুনাবলী বলে দিন)? যাতে আমরাও তাঁদের ভালোবাসি। হযরত (ﷺ) এরশাদ করেনঃ তাঁরা এমন বান্দা যারা নিজেদের মধ্যে কোন সম্পর্কের (আত্মীয়তার) এবং (অন্য কোন) মাধ্যমের কারণে নয় বরং সম্পূর্ণভাবে আলাহর খাতিরে ভালোবাসেন। তাঁদের চেহারা নূর হবে এবং তাঁরা নূরের মিশরে সমাসীন হবেন। তাঁদের কোন ভয় থাকবে না, যখন লোকজন ভয়র্ত হবে। এবং তাঁদের কোন কষ্ট থাকবে না যখন লোকজন কষ্টের মধ্যে থাকবে। অতঃপর রাসূলে পাক (ﷺ) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- "খবরদার! নিশ্চয়ই আলাহর ওলীদের কোন ভয় নেই। তারা বিপদগ্রস্তও হবে না [সূরা ইয়ুনুসঃ ৬২]।" ৪

২. নাসায়ী, সুনানুল কুবরা, (সূরা ইয়ুনুস), ৬/৩৬২, হাদীসঃ ১১২৩৬

৩. বাযহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮৬, হাদীসঃ ৮৯৯৮

৪ ইবনে হিব্বান, সহীহ, ২/৩৩২, হাদীসঃ ৫৭৩

২. আবু ইয়ালা, মুসনাদ, ১/৪৯৫, হাদীসঃ ৬১১০

৩. বাযহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮৫, হাদীসঃ ৮৯৯৭, ৮৯৯৯

৪. মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১২, হাদীসঃ ৪৫৮০

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৫. হযরত আসমা বিনত ইয়াযীদ (রাঈয়ালাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, আমি নবীয়ে আকরাম ﷺ কে বলতে শুনেছি আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের সম্পর্কে খবর দেব না? সাহাবায়ে কেরাম (রাঈয়ালাহু আনহুম) আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুলাহ ﷺ কেন নয়! হযুর ﷺ এরশাদ করেনঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই, যখন তাঁদেরকে দেখা হয় আলাহর কথা মনে হয়ে যায়।^৫

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ

৬. হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঈয়ালাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযুর নবীয়ে আকরাম ﷺ কে আউলিয়া আলাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে নবীজি ﷺ এরশাদ করেনঃ তারা ঐ ব্যক্তি (আউলিয়া আলাহ) যাদের দেখলে আলাহর স্মরণ এসে যায়।^৬

১. ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুয যুহদ, ২/১৩৭৯, হাদীসঃ ৪১১৯

২. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৬/৪৫৯, হাদীসঃ ২৭৬৪০

৩. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, ১১৯, হাদীসঃ ৩২৩

৪. তাবরানী, মুজ্জামুল কবীর, ৪২৩




৫. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, সূরা ইয়ুনুস, ৬/৩৬২, হাদিসঃ ১১২৩৫

২. ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ, ১/৭২, হাদীসঃ ২১৭




৩. মাকদেসী, আহাদীসুল মুখতার, ১০/১০৮, হাদিসঃ ১০৫

৪. হাকীম তিরমীযি, নাওয়াদিরুল উসুল, ২/৩৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحُ لِدُكْرِ اللَّهِ، إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ

৭.  হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ,  হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক  ফরমান, নিশ্চয়ই কিছ লোক হল আল্লাহর যিকিরের চাবি। তাঁদের দেখে আল্লাহ স্মরণ এসে যায়।^৭

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِقُّ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَغْضَبَ لِلَّهِ، وَيَرْضَى لِلَّهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، وَإِنْ أَحْبَبَّيْ وَأَوْلِيَّيْ الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي، وَأُذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ

৮.  হযরত আমর ইবনে হামেক  রিওয়ায়েত করেন, হযুর নবী আকরাম  এরশাদ করেনঃ বান্দা ঐ পর্যন্ত ঈমানের হাক্কীকত পেতে পারে না, যতক্ষণ না সে আললাহর জন্য (কারও সাথে) রাগ করে এবং আল্লাহর জন্যই (কারও উপর) সন্তুষ্ট হয়। যখন সে এই কাজ করে ফেলে তখন সে ঈমানের হাক্কীকত পেয়ে যায়। নিশ্চয়ই আমার আপনজন এবং বন্ধু সেই সকল ব্যক্তি, আমার যিকিরে তাঁদের স্মরণ এসে যায় আর তাঁদের যিকিরে আমার স্মরণ এসে যায়। (অর্থাৎ তাদের যিকির আমার যিকির, আমার যিকির তাদের যিকির)।^৮

৫. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৮

^৭ ১. তাবরানী, মু'জামুল কবীর, ১০/২০৫, হাদীসঃ ১০৪৭৬

২. বায়হাক্বী, শুয়াবুল ঈমান, ১/৪৫৫, হাদীসঃ ৪৯৯

৩. ইবনে আবী দুনিয়া, কিতাবুল আউলিয়া, ১৭, হাদিসঃ ২৬

৪. হায়সমী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৮ (তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

^৮ ১. তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ১/২০৩, হাদিসঃ ৬৫১

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيرَ الرِّيَاءِ شَرُّهُ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا، وَلَمْ يُعْرَفُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهُدَى، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبَاءٍ مُظْلِمَةٍ

৯. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (رضি) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (رضি) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ছয় নবীয়ে আকরাম (رضি) কে বলতে শুনেছেনঃ নিশ্চয়ই মামুলী রিয়া (লোক দেখানো কাজ) ও শিরক। আর যে আলাহর ওলীদের সাথে দুশমনী করে, সে আলাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করল। নিশ্চয়ই আলাহ তায়ালা ঐ নেক মুত্তাকী ব্যক্তিদের (নিজের) মাহবুব রাখেন যারা লুকিয়ে থাকেন। যদি তাঁরা গায়েব হয়ে যান তাহলে তাঁদের খোঁজ করা হয় না। আর যদি তারা মজুদ থাকেন তো তাঁদের (কোন মজলিসে বা কাজের জন্য) ডাকা হয় না আর না তাঁদের পরিচয় নেয়া হয়। তাঁদের অন্ন হিদায়াতের চেরাগ। এই ব্যক্তিগণ সকল প্রকার পরীক্ষা ও অজ্ঞাত ফিতনা হতে (ভালোভাবে ও নিরাপত্তার সাথে) বেরিয়ে যান। ^৯ [ইমাম হাকেম বলেনঃ হাদীসটি সহাহ]

২. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ৩/৪৩০, হাদীসঃ ১০৬৩৪
৩. ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল আউলিয়া, ১৫, হাদীসঃ ১৯
৪. ইবনে রজব, জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, ১/৩৬৫
৫. দায়লামী, মুসনাদুল ফিরদাউস, ৫/১৫২, হাদীসঃ ৭৭৮৯
৬. মুনিরী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/১৪, হাদীসঃ ৪৫৮৯
৭. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৫৮
- ^৯ ১. ইবনে মাজাহ, সুনান, কিতাবুল ফিতান, ২/১৩২০, হাদীসঃ ৩৯৮৯
২. হাকেম, মুসতাদরাক, ১/৪৪, হাদীসঃ ৪

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ " أَيْ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَرَكُمْ اللَّهُ رُؤْيَتْهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

১০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে

উত্তম উপদেশকারী কারা? হযুর (رضي الله عنه) এরশাদ করেনঃ এমন উপদেশকারী যাদের দেখা তোমাদের আলাহর স্মরণ এনে দেয়। যার কথাবর্তা তোমাদের ইলম বাড়িয়ে দেয়। আর যার আমল তোমাদের আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।^{১০}

৩. হাকেম, মুসতাদরাক, ৪/৩৬৪, হাদীসঃ ৭৯৩৩

৪. তাবরানা, মু'জামুস সগীর, ২/১২২, হাদীসঃ ৮৯২

৫. দায়লামী, মুসনাদুল ফিরদাউস, ৫/৫৪৮, হাদীসঃ ৯০৪৯

৬. মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৩৪, হাদীসঃ ৪৯

১. আবু ইয়া'লা, মুসনাদ, ৪/৩২৬, হাদীসঃ ২৪৩৭

২. আবদ ইবনে হুমায়দ, ১/২১৩, হাদীসঃ ৬৩১

৩. আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৪৬

৪. ইবনুল মুবারক, যুহদ, ১/১২১, হাদীসঃ ৩৫৫

৫. ইবনে আবী দুনিয়া, আল-আউলিয়া, ১৭, হাদীসঃ ২৫

৬. মুনযিরী, তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৩, হাদীসঃ ১৬৩

৭. হিনদী, কানযুল উম্মাল, ৯/২৮, ৩৭, হাদীসঃ ২৪৭৬৪, ২৪৮২০

৮. যুরকানী, শরহুশ শিফা, ৪/৫৫৩

৯. মানাবী, ফয়যুল কাদীর, ৩/৪৬৭

দিওয়ান-ই-হাসেমী- (৫)

ওস্ফাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীকৃত, শামসুল আইস্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃমাঃ)

তোমার চেষ্টা বৃথা যাবে
নবী ওয়ালী কি করিবে
গুরু ঠাকুর রাম লক্ষণ
শীতা কুমারী থাকে আশ্রম
বৌদ্ধের কি ক্ষমতা
জগতে আনবে মানবতা
তুমি সক্রিয় হলে পার
বিশ্বটাকে তোমার করে গড়

তুমি বিশ্ব জননী
সৃষ্টির মাঝে বাস কর
বাসা ভাড়া কবে দিছ
ব্যবহার কর আসবাবপত্র
হাত পা কর্ণ নাসিকা মলমূত্র
হৃদয় কলিজা ফুসফুস
আগুন পানি আলো বাতাস
রক্ত মাংস পেট লিভার
ভোগ কর সবই তার
বিনা লিজে দখল কর
প্লাজা ম্যানসন বিল্ডিং কর
অগ্রিম বাকী বিনা ভাড়ায়
থাক অনন্সকাল বিনা বাধায়
৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০
৫০০, ১০০০, বছর ধর
ভাড়ার হিসাব করে দেখ
তুমি খনী, কখনো নয় মুক্ত
অথচ সৃষ্টি জানে
তুমি নাকি হিসাব নিবে
তাই ভয়ে মুখ তলে

ভাড়া তো চায় না তোমার সম্মান করে
তুমি বিশ্ব চিটার
বিশ্ব ধোকাবাজ
চলছে বিশ্বে তোমার ত্রাস
চারি দিকে হাহাকার
অশান্নির দাবানল
একটুকু সহানুভূতি
নাই জগতে
সৃষ্টি শান্নির জন্য
প্রতিটা মুহূর্তে খোঁজে
ভাড়া থাকলা ভালো কথা
বাড়ীওয়ালাকে কি দিলা
সবসময় শুধু ধমকাইলা
শরীয়তের দোহাই দিলা
জজ বেয়েষ্টার নিয়োগ দিলা
ভাষায় ভাষায় স্লোগান দিলা
সৃষ্টির জীবন নিয়ে খেললা
যাওয়ার সময় যন্ত্রনা দিলা
আবার বাসা বাড়ী
ভাঙ্গা দিলা
ধাককা দিলা জাহাজটাকে
ক্ষত বিক্ষত তছনছ করে
পড়ে রইল ভাঙ্গা তরী
এটা কেমন তোমার বাহাদুরী
ভাঙ্গা বাড়ী ভাঙ্গা তরী
আত্মীয় হয়ে কর কান্নাকাটি ।

(চলবে.....)